R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৩-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উৎসবে-অনুষ্ঠানে
কিংবা প্রমোদ ভ্রমণে
ইনভিমেট (এস)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
ভারতের যে কোন স্থানে
ভ্রমণের জন্য নির্ভরযোগ্য
বাস সার্ভিস

৭২শ বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১১ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৯২ সাল
২৮শে আগষ্ট, ১৯৮৫ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

## দুর্বৃত্তদের হাতের মুঠোয় প্রশাসন, ধুলিয়ানের জনজীবনে ঈশ্বরই ভরসা

বিশেষ প্রতিবেদক : পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক শহর ধুলিয়ানের জনজীবনে বিশৃঙ্খলতা চেপে বসেছে। প্রশাসন আছে কিনা তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রাহাজানি, ছিনতাই, মেয়ে পাচার, বোমাবাজি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ধুলিয়ানের নরক সদৃশ বাজার ও তৎসংলগ্ন সিনেমা গৃহ অঞ্চল জুয়ারীদের অবাধ লীলাক্ষেত্র। অবৈধ জুয়ারীরা রাস্তার দুধারে সর্বসমক্ষে জুয়ার বোর্ড সাজিয়ে হাঁক দেয়—"আউর কৌন্ খেলোয়ার হ্যায় তো আ জা।" পুলিশের পোশাক পরা ব্যক্তিদিকে তারই মাঝে নির্বিকারভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ৪/৫ মাইল দূরেই বাংলাদেশের সীমান্ত। সীমান্ত পথে চোরাচালান এখন একেবারে বৈধ ঘটনা। জনৈক ব্যবসায়ী বললেন, আপনি যে কোন বিদেশী গুডস্ এখানে পাবেন। প্রশাসন এখানে চালানকারীদের হাতের মুঠোয়। ওপার বাংলা থেকে ওরা আসে ব্যবসা করতে ধুলিয়ান বাজারে একই দেশের ল্যাণ্ডে যাতায়াতের সুখে। তবে তার জন্য দালাল মারফৎ মাসকাবারী ব্যবস্থা করতে হয়। একজন রাজনৈতিক দলের কর্মী বললেন—সব দলেরই এ ব্যাপারে মদত রয়েছে। কেউই ধোয়া তুলসীপাতা নন্। তবে রাজকীয় দলের প্রাধান্যই বেশী। দুষ্কৃতকারীরা পুলিশ প্রশাসন ও প্রধান দলের পাণ্ডাদিকে সন্তুষ্ট রাখতে সবসময়েই সচেষ্ট। চোরা পথে যারা ব্যবসা করে তাদের চেয়ে আয় বেশী করে দালালরা। এই দালালদের মধ্যে অধিকাংশই সমাজবিরোধী ও দাগী আসামী। ওদের নিজেদের মধ্যেও প্রায়ই সংঘর্ষ হয়। কয়েকমাস আগেই বাজারের মধ্যে প্রকাশ্যে দিনের আলোয় দুদলে বোমাবাজি হয়ে গেল। কিন্তু কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে পৌর প্রশাসনও নড়বড়ে। ঠেকা দিয়ে কোন রকমে টিকে থাকা। জল সরবরাহের (শেষ পৃষ্ঠায়)

## জননেতাদের পারস্পরিক বিরোধিতা সমস্যার জট পাকাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জঙ্গিপুর পুর শহর বর্ত্তমানে সমস্যার তুঙ্গে। পারঘাটের সমস্যাতো লেগেই আছে, তার উপর বর্ত্তমানে লাশকাটা ঘর অপসারণ নিয়ে জনবিক্ষোভ প্রশাসনকে চঞ্চল করে তুলেছে। পারঘাটের ঘটনায় গত ২২ আগষ্ট ফেরী নৌকা চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। লাশঘরকে কেন্দ্র করে পথ অবরোধের ঘটনাও ঘটে গেছে। কিন্তু কোন সমস্যার মীমাংসা এখন পর্যন্ত হয়নি। পৌরজননেতারা যদি শহরের সার্বজনীন সমস্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারতেন তবে সূত্র বার করা বা সমস্যার সমাধান করা কঠিন হতো না। কিন্তু সকলেই চাইছেন সমস্যা জীইয়ে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে। ঘাট সমস্যা নিয়ে এ পর্য্যন্ত দুটি কন্‌ভেনশন হয়ে গেছে। তিন নম্বর কন্‌ভেনশনেরও ডাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দলমত নির্বিশেষে এক হয়ে সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা কোন নেতাই করছেন না। স্বভাবতই যাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে এই ডাক তারা মোটেই ভীত না হয়ে এদের বিরোধিতার সুযোগ নিয়ে প্রয়োজন মত কোল বদল করে অনায়াসেই নিজেদের অপরাধ চাপা দিতে পারবে। ফেরীঘাটে ঘাটোয়ালের অত্যাচার থেকে মানুষের দৃষ্টি ফেরাতে সাহায্য করছে আন্দোলনকারী বিভিন্ন দল ফেরী মাঝিদিকে আক্রমণের বিষয়বস্তু করে তুলে। তাদের দাবী ফেরী মাঝিরা কেন ·০৫ পঃ স্থলে ·১০ পঃ ভাড়া চাইবে। কিন্তু কেউ ভেবে দেখছেন না যে ঘাটোয়াল নীলাম ডাকের নিয়ম অনুযায়ী যদি নৌকার যোগান রাখেন তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই পেটের দায়ে ফেরী মাঝিরাও দর কমাতে বাধ্য হবে। সি পি এম (শেষ পৃষ্ঠায়)

### সারা জেলায় বাস বন্ধ

রঘুনাথগঞ্জ : কলকাতা, মালদা, শিলিগুড়ি রুটে ব্যাপক হারে লাক্সারী বাস চলাচলের ফলে রুটের অন্যান্য বাসগুলির প্রচণ্ড আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। এই ব্যাপারে গত ১৭ আগষ্ট বাস মালিকদের এক সভা বহরমপুরে ফেডারেশন অফিস ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ২৮ আগষ্ট সারা জেলায় একদিনের বাস ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানানো হবে ঠিক হয়। ২৮ আগষ্ট বাস বন্ধ থাকার ফলে মাধ্যমিক কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার্থীদের অসহনীয় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

### ছাত্র ও ফেরী মাঝি গণ্ডগোল আপোষে মিটে গেল

জঙ্গিপুর : গত ২১ আগষ্ট সদরঘাটে কলেজের ছাত্রদের সাথে ফেরীমাঝিদের পারাপারের ব্যাপারে গণ্ডগোল বাধে। গণ্ডগোলকে কেন্দ্র করে ফেরী মাঝিরা নৌকা বন্ধ করে দেয়। ছাত্ররাও ফেরী মাঝিদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়। শেষে গত ২৪ আগষ্ট ফেরী মাঝিরা কলেজের ছাত্রদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে ও এক লিখিত চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী ঠিক হয়—নৌকায় ১৫ জনের বেশি যাত্রী নেওয়া হবে না, নির্ধারিত রেটের বেশি ভাড়া দাবি করবে না, সকাল বিকাল রাত্রি ভাড়া একই থাকবে, রিজার্ভের হার হবে এক টাকা, বিনা নোটিশে কোন ধর্মঘট করা হবে না। অধিক ভাড়া দাবী বা যাত্রীদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করা চলবে না।

### আন্ত্রিক ছড়িয়ে পড়ছে

সাগরদীঘি : এই থানার বন্যেশ্বর গ্রামে আন্ত্রিক রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। এক পরিবারে একই দিনে দুজন শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। ভীত গ্রামবাসীরা প্রতিষেধক ব্যবস্থার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

জেরক্স ঘর যোগাযোগ : পণ্ডিত প্রেস : রঘুনাথগঞ্জ

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই ভাদ্র বুধবার, ১৩৯২ সাল

## সামাজিক অবক্ষয়— সর্ব্বত্র ব্যাভিচার প্রকট

সংবাদপত্রের পাতা খুলিলেই চোখে পড়িবে মানুষ খুনের বিভিন্ন ঘটনা। কোথাও বধূ হত্যা, কোথাও অর্থ অলঙ্কারাদি, লুটপাট করিতে যাইয়া মানুষ হত্যা, কোথাও বা ব্যক্তি আক্রোশ বা দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তি বা সমষ্টির হত্যাকাণ্ড। আবার সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া হত্যাও বর্ত্তমানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কেন অন্ধকার দিবস ঘনাইয়া আসিল চিন্তা করিবার ও তাহার অবসানের প্রয়োজন কেহ কি অস্বীকার করিতে পারিবেন? কলিকাতার মত কসমোপলিটন শহরের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের এই ছোট্ট জেলার বহরমপুরে সম্প্রতি যে হত্যাকাণ্ড লইয়া জনজীবন মথিত হইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে কি দেখিতে পাইব? যদি মৃত সকলেই সমাজ-বিরোধী বলিয়া পুলিশের খাতায় চিহ্নিত, তথাপি তাহাদিগের নৃশংস হত্যা নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত হইতে পারে না। খবরে প্রকাশ ব্যবসাদার ও সমাজে প্রতিষ্ঠিতদের আশ্রিত দুই দল সমাজবিরোধীদের আত্ম প্রতিষ্ঠার তাগিদে এই হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হইয়াছে। ছোট শহর জঙ্গিপুরেও প্রায়ই হত্যার ঘটনা ঘটিতেছে। তাহার মূলে আমরা কখনও শুনিতেছি রাজনৈতিক দলাদলি, কখনও বা তুচ্ছ ঝগড়াঝাটি। এমনই অবস্থা হইয়াছে যে নরহত্যা বর্ত্তমানে অতি তুচ্ছ ঘটনা বলিয়া লোকে মনে করে। বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক হত্যা যেন আইনানুমোদিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রশাসনও নরহত্যা সম্বন্ধে তদন্তের আগ্রহ দেখান না। সাধারণ মানুষও বড় একটা ঐ সব লইয়া চিন্তা ভাবনা করেন না। তাহারা ধরিয়া লইয়াছেন এইরূপ ঘটনা স্বাভাবিক এবং ইহার দূরীকরণও সম্ভব নয়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে "What can not be cured, must be endured" যাহা দূর করা যায় না তাহা সহ্য করিতে হইবে। এই তত্ত্ব শিরোধার্য্য করিয়া সাধারণ মানুষ আপনার গা বাঁচাইয়া চলিতেছে। ধনবান ব্যক্তিরা, রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিরা আপনাদের অর্থ ও প্রাধান্যের শক্তিকে কাজে লাগাইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা নরহত্যার প্ররোচনা দিয়া ও নরহত্যা সংঘটিত করিয়াও দিব্যি সমাজে মাথা উঁচু করিয়া চলিতেছেন। এমন কি তাহাদের পিছনে শক্তি যোগাইবার মত সাধারণ মানুষেরও অভাব হইতেছে না। দারিদ্রের ভারে ন্যুব্জ, মেরুদণ্ডহীন সাধারণ মানুষের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশের সহায়তা লাভে তাহারা বঞ্চিত হইতেছে না।

ইহার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইলে সহজেই বোঝা যায় পূর্বে মানব সভ্যতার সৎকর্ষের প্রয়োজনে মানুষ ব্যক্তি, গোষ্ঠীর দাবীকে দূরে ফেলিয়া যে সার্বজনীন সামাজিক বন্ধন ও ন্যায় নীতি গড়িয়া তুলিয়া ছিল তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। মানুষ আর মানুষ নাই। প্রাচীন যুগের পশুদের মত পাশবিক মনোবৃত্তি গ্রহণ করিয়া ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকেন্দ্রীক হইয়া উঠিয়াছে। সে এবং তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজনে অন্যকে, বিরোধীকে হত্যা বা বিতারণের মধ্যে কেহ কোন অন্যায় প্রত্যক্ষ করিতেছে না। এই কারণেই যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাহার বা তাহাদের সমর্থক নহে তাহাকে বা তাহাদিগকে হত্যা বা বিপর্য্যস্ত করাই ন্যায়নীতি ভাবিয়া যে কোন অবৈধ কার্য্য করিতে দ্বিধা করিতেছে না।

প্রয়াত দাদাঠাকুর জঙ্গিপুর সংবাদের ১৩২৫ সালের ৫ম বর্ষের ৭ম সংখ্যায় সমাজের ভাঙ্গন কেন হইল সেই সম্বন্ধে যে তিনটি কারণ দর্শাইয়া ছিলেন তাহা বর্ত্তমানে আরো সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন ১ম কারণ বিদেশি কায়দায় নির্মিত শহর। শহরের অধিবাসীরা স্বভাবতঃই পল্লীবাসীদিকে ঘৃণার চোখে দেখিতে শিখিতেছে। সহজ আহার বিহারে মানুষ তৃপ্ত হইতেছেন। উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাণের সরলতাটুকুকে নষ্ট করিয়া দিতেছে। দ্বিতীয় কারণ বিলাসিতা। বিলাসিতার প্রবল আকর্ষণে আমরা আর প্রাচীন প্রথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। প্রাচীনকালের সরল সহজ জীবন যাত্রা আমাদের চোখে অসভ্য বর্বরতা বলিয়া প্রতীয়মান। তৃতীয় কারণ আমাদের অর্থের পূজা। আমরা পৃথিবীর সব ছাড়িয়া টাকার চরণে ফুল চড়াইতেছি। মানুষের পূজা, মনুষ্যত্বের পূজা, গুণীর পূজা ভুলিয়াছি —শুধু শিখিয়াছি ধনীর তাঁবেদারী করিতে। বালক বাল্যকাল হইতে অর্থ উপার্জনই সার বলিয়া ধরিয়া লইয়া আজীবন তাহারই পশ্চাতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতেছে। অর্থ উপার্জনের মোহে কোন কিছুই তাহাদের কাছে অন্যায় বলিয়া বোধ হইতেছে না। ফলে চরিত্রবান মানুষ আর সৃষ্ট হইতেছে না। চরিত্রবান, দয়াবান, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষকে সাধারণে মূর্খ কিংবা পাগল ভাবিতে শিখিতেছে। ধর্মভাব অন্তর্হিত। উপরন্তু ধনলিপ্সা দরিদ্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করিতে শিখাইতেছে। কিন্তু যে অর্থলিপ্সা আমাদিগকে উন্মাদ করিয়া সমাজ জীবনকে ধ্বংস করিয়াছে, সেই লিপ্সার পরিতৃপ্তি কোন দিনও সম্ভব নয়। ধন লিপ্সা সতত বর্দ্ধনশীল। ইহা টান্টালাসের কাপের মত। যতই জলসীমা উপরে উঠুক টান্টালাস তাহা পান করিতে পারে না, পিপাসাও মিটে না। ফলে সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু আমাদের বিপর্যয়ও বাড়িয়াছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি। তাহাতে জাতিও নষ্ট হইয়াছে আবার পরিতৃপ্তিও ঘটিতেছে না। ফলে জাতীয় জীবনে অবক্ষয় অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে ভাঙ্গন সুস্পষ্ট। সত্যকারের বীর্য্যবান, সৎ দেশনেতার অভাব সর্বত্র উৎকটভাবে প্রকট। আশার আলোক বর্ত্তিকার ক্ষীণ আলোক রশ্মিও দেখা যাইতেছে না।

## প্রসঙ্গ ঃ শ্যামা

### শুভ প্রচেষ্টার মোড়কে ব্যর্থতার উপহার

চারিদিকে যখন ভি ডি ও হাউসের রমরমা, ব্লু ফিল্ম, ডিসকোর মাদকে আচ্ছন্ন যুবসমাজ, সংস্কৃতির এই অবক্ষয়ের মধ্যেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, জঙ্গিপুর শাখা সুস্থ সংস্কৃতির চেতনা জনসাধারণের মনে ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্য গত ১৬ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' মঞ্চস্থ করেন। এ ধরনের অনুষ্ঠান এ শহরে বিরল তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় এ এক শুভ প্রচেষ্টার দ্বারোদ্ঘাটন। কিন্তু শ্যামা দেখতে গিয়ে যা পেলাম, সে অভিজ্ঞতা বড়ো করুণ। প্রথমতঃ দুঃসহ গরম ও মাইক ব্যবস্থার অব্যবস্থায় অনেক কিছুই শ্রোতার কাছে দুর্বোধ্য থেকে গেছে, দ্বিতীয়তঃ ছিল মঞ্চ পরিকল্পনার ত্রুটি। নৃত্যনাট্য সবসময়ই এক বিশেষ মনোযোগ দাবী করে মঞ্চ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। দৃশ্য-সীনহীন উন্মুক্ত মঞ্চ কোনভাবেই সে দাবী পূরণ করে না। যাঁরা গানের শিল্পী তাঁদের মঞ্চে বসার কোন কারণ ছিল কি? মঞ্চের উপর রাখা মাইক্রোফোনের ষ্ট্যাণ্ডগুলি যে কোনো মুহূর্তে নৃত্যশিল্পীদের দুর্ঘটনার কারণ হয়ে উঠতে পারতো। নৃত্য পরিকল্পনায় ছিল পর্বত প্রমাণ অজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের নাচ মানেই এদিক ওদিক হাত ঘুরানো? অভিনয়, অভিব্যক্তি প্রকাশের দিকটি ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত, ফলে যাঁরা নেচেছেন তাঁরা সকলেই ছিলেন আড়ষ্ট ও অভিব্যক্তিহীন, কোটাল তো সারাক্ষণ দৌড়ালেন। একমাত্র ব্যতিক্রম শ্যামার ভূমিকায় গার্গী নাগ। এঁর কাছ থেকেই সামান্য হলেও কিছুটা অভিব্যক্তি সান্ত্বনা হিসেবে মিলেছে। শেষ দৃশ্যে যখন শ্যামা বজ্রসেনকে প্রণাম করে চলে যাচ্ছে, তখন শ্যামার বেশ পরিবর্ত্তন করে লালপাড় গরদের শাড়ী পরানো হল, হতাশার প্রতীক? হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে শ্যামার সর্বাঙ্গে —এ তথ্যই যদি দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্য হয় তবে বেশ পরিবর্ত্তন পরিকল্পনা হিসেবে সুন্দর, কিন্তু রাজ নটীর জরির বেণী সে সাক্ষ্য দেয় না!

প্রারম্ভিক পাঠ একটা ছিল বটে, তবে তার একটি শব্দও কর্ণগোচর হয়নি, উপযুক্ত পরিস্থিতি তৈরী করার আগেই পাঠ শুরুর নির্দ্দেশ দেওয়া পরিচালকের উচিত হয়নি—দর্শকের কাছে শ্যামা কাহিনীর বীজটুকু পৌঁছল না।

গানে বজ্রসেনের ভূমিকায় দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় যথাযথ তবে সম্ভবতঃ এদিন তাঁর কণ্ঠ বিপর্যস্ত ছিলো, সে প্রমাণ মিলেছে বারেবারে। শ্যামার ভূমিকায় মধুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়ের গান অসম্ভব রেশহীন ফলে কাটা কাটা শোনায়, উচ্চারণও ত্রুটিবহুল—শ, স, ষ প্রত্যেকটিই তাঁর উচ্চারণে 'শ' হয়ে প্রস্ফুটিত হয়—সফিষ্টিকেশন? চ ছ, জ, ঝ, ইত্যাদিও তাঁর উচ্চারণে 'চ' এর আভাস আনে। বন্ধু ও উত্তীয়ের ভূমিকায় মানিক চট্টোপাধ্যায় প্রথমেই ভুল স্কেলে গান ধরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, পরে স্কেলে ফিরলেও সে শক্ কাটাতে (৫ম পৃষ্ঠায়)

## প্রসঙ্গ : শ্যামা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

পারলেন না কখনোই। কোটালের ভূমিকায় গোপাল রায় মান অনুযায়ী গেয়েছেন। সখীরা এত নীচু স্কেলে গান করেন যে অধিকাংশ সময় কি গাইছেন তা বেশ কষ্ট করে বুঝতে হয়েছে।

আলোক সম্পাত, মঞ্চে আসা-যাওয়া, গান ও নাচের মধ্যে যোগাযোগের অভাব ও রোমান্টিকতা এবং নাটকীয়তাহীন গান সমগ্র প্রযোজনাটিকে চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছে। আরো একটা প্রশ্ন, রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে ক্যাসিওর ব্যবহার কতদূর শাস্ত্র-সম্মত সে ব্যাপারে তর্কের অবকাশ থাকলেও যে ক্যাসিও বাদক সারাক্ষণ ভুল স্কেলে বাজিয়ে যান তাঁকে মঞ্চে রাখা হল কিভাবে?

নাটককে উপেক্ষা করে প্রত্যেকেই নিজের নিজের জন্যে নেচে ও গেয়ে গেলেন—এভাবে যে সমগ্র পরিকল্পনাটারই মৃত্যু ঘটে এটা অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের উপলব্ধিতেই এলো না! ফল দাঁড়ালো এই দর্শক অধৈর্য হয়ে আওয়াজ দিলেন।

সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগ বারংবার নেওয়া উচিত। দর্শক-মণ্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি প্রমাণ করেছে, দর্শকের সহযোগিতা পাওয়াও কঠিন হবে না কিন্তু দর্শককে ধরে রাখবার মতো ক্ষমতা, সমগ্র অনুষ্ঠানটাকে নিটোল করে গড়ে তোলার দক্ষতার শীর্ষে না পৌছনো অবধি এ উদ্যোগ তীব্র ব্যর্থতাই কেবল বয়ে আনবে।

—কলা সমালোচক


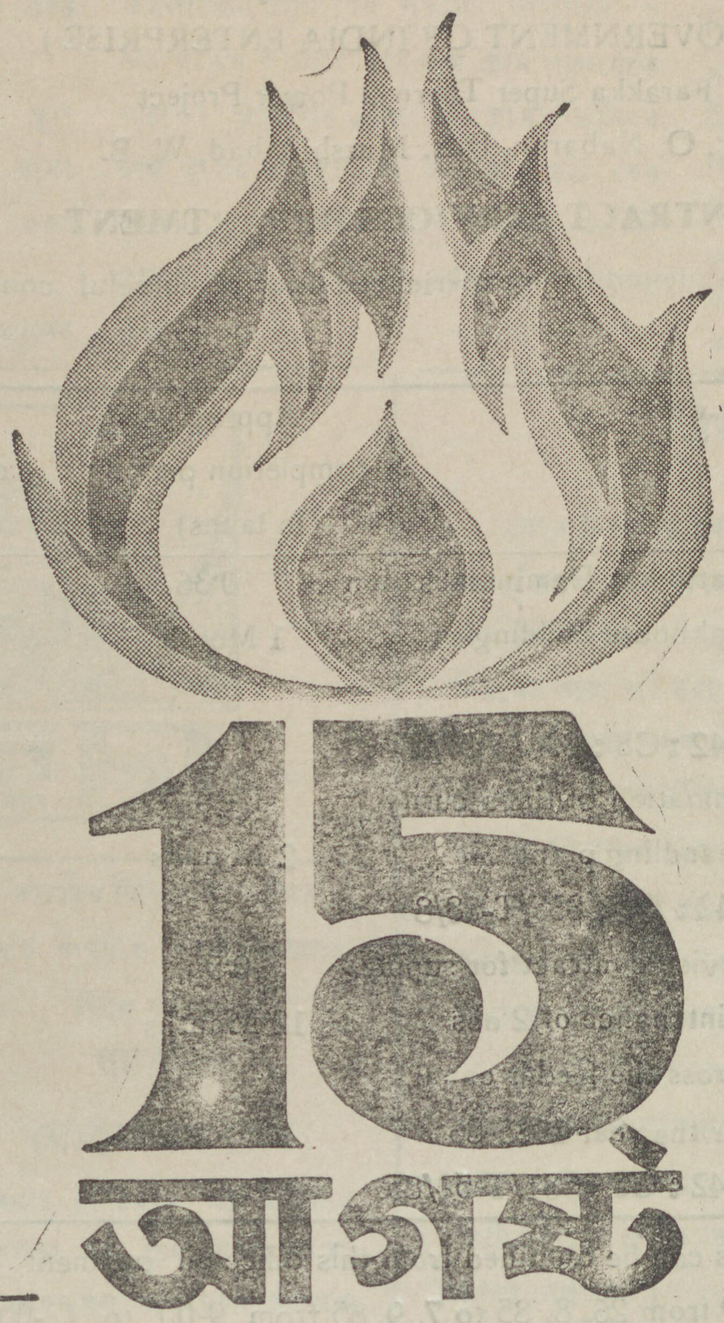

15 আগস্ট

স্বাধীনতার দীপ্ত শিখা
প্রজ্জ্বলিত করে গেছেন
আমাদের দেশের বীর জনগণ
আমাদের কোটি কোটি জনগণের হৃদয়ে
তা আজ নিয়ত দীপ্যমান
কোন ঝড় এসে তাকে
নিভিয়ে দেবে সাধ্য কি?
এটি সেই প্রদীপ্ত শিখা
যা আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে
আমাদের স্বাধীন করেছে
এটি সেই উজ্জ্বল শিখা
যা আমাদের সবল এবং
আত্মনির্ভর করেছে
এটি সেই দীপ্ত শিখা
যা আমাদের চলার পথে
আলোক বর্তিকা হয়ে থাকবে

এটি আমাদের চিরন্তন আলোক শিখা

davp 85/163

### রঘুনাথগঞ্জ থেকে কলকাতা ষ্টেটবাস

রঘুনাথগঞ্জ : এখান থেকে কলকাতা যাতায়াতের একটি ষ্টেটবাস সার্ভিস চালু করার জন্য জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। পরিবহন দপ্তর থেকে ব্যবসায়ী সমিতিকে যে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সমিতি সেইভাবে অগ্রসর হচ্ছে। স্থানীয় জনসাধারণেরও এ ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন বামফ্রন্ট পরিবহনমন্ত্রী জঙ্গিপুরে জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন যে রঘুনাথগঞ্জ থেকে কলকাতা ষ্টেটবাস অবিলম্বে চালু করা হবে।

### জেলা বিতর্ক প্রতিযোগিতা

বহরমপুর : সংস্কৃতি পরিষদ বিতর্ক অনুশীলন কেন্দ্রের উদ্যোগে আগামী ৮ সেপ্টেম্বর বিকাল তিনটায় বহরমপুর গ্রান্ট হলে জেলা বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিতর্কের বিষয়বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়েছে : সভার মতে সল্টলেক ষ্টেডিয়ামের জন্য সম্প্রতি অনুষ্ঠিত লটারী প্রতিযোগিতা ছিল একটি প্রয়োজনীয় ও সমর্থনযোগ্য কর্মোদ্যোগ। প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণে কোন বয়সের সীমা বা প্রবেশ মূল্য নেই। সময় সীমা ছয় মিনিট। প্রথম তিন-জনকে ও স্কুল (মাধ্যমিক) বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হবে। নাম পাঠাবার শেষ তারিখ ৬ সেপ্টেম্বর এবং নাম পাঠাবার স্থান : সংস্কৃতি পরিষদ কার্য্যালয়, ২ যোগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী লেন, বহরমপুর ও বইমেলা ১২৮ শ্রীবনবিহারী সেন রোড, বহরমপুর।


## National Thermal Power Corporation Ltd.

( A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE )

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad, W. B.

**CONTRACT SERVICES DEPARTMENT**

Sealed tenders are invited from experienced and resourceful contractors for the following work :

| Sl. No. | Name of work | Approx value completion period (In lakhs) | E.M.D/ cost of paper (in Rs) |
|---|---|---|---|
| 1. | Electrical installation at Demineralisation plant & Chemical house building of FSTPP. NIT. No. FS : 42 : CS : 834/ T-57/85 | 0·36 1 Month | 720/- 25/- |
| 2. | Temporary illumination of the security streets in coal handling plant. NIT. No. FS : 42 : CS : 835/T-58/85 | 0·60 2 Months | 1200/- 25/ |
| 3. | Annual ferry service contract for supply, operation & maintenance of 2 nos singal boats accross the feeder canal near R.D. 10 for the year 1985-86 NIT. No. FS : 42 : CS : 581/T-59/85 | 0·55 12 Months | 1100/ 25/- |

Tender documents can be obtained from this office on payment of Rs. 25/- (Rupees twenty five) from 26. 8. 85 to 7. 9. 85 from 9-00 to 12-00 hours and 14-30 to 16-00 hours and will be received latest by 9. 9. 85 at 15-00 hours (3 PM) and will be opened immediately thereafter in presence of attending tenderers or their authorised representatives. Interested parties have to produce proof of registration, credentials, tax clearance certificates at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith tender. Tenders received late/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable forms as mentioned in the tender papers, alongwith the tender paper at the time of submission.

NTPC does not bind itself to accept the lowest or any other tender and reserves the authority to accept a tender in whole or in part or reject any or all the tender submitted without assigning any reason.

Dy. Manager (Contracts)
NTPC/FSTPP
P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad

## ১৫ আগষ্ট স্মরণে

সাগরদীঘি : গত ১৫ আগষ্ট বালিয়া নেতাজী সংঘ প্রভাত ফেরী, সাফাই অভিযান, প্রীতি-পূর্ণ ফুটবল খেলার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করে। বালিয়া হাই স্কুল, কালিয়া-ডাঙ্গা প্রাইমারী স্কুল, সাগরদীঘি অগ্নিবীণা সব পেয়েছির আসরে পতাকা উত্তোলিত হয়। প্রভাত ফেরী, শেলী দত্ত স্মৃতি বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় ছুটি বিভাগে ৭৪ জন অংশ নেয়। সন্ধ্যায় সমবেত সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও নাটক অভিনীত হয় এস এন উচ্চ বিদ্যালয়ে।

ঐ দিন সকালে গোপালনগর প্রাথমিক স্কুল ও সোনাটিকুরী প্রাথমিক স্কুলে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়।

ঐ দিন সাগরদীঘি থানার বিষ্ণুপুর গ্রামের লুথারেণ ওয়ার্ল্ড সার্ভিস এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক পতাকা উত্তোলন ও সভাপতিত্ব করেন। মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে পতাকা উত্তোলন ,এবং মনিগ্রাম জুনিয়র হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রভাত ফেরী বের করে। সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেস কমিটি হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ করেন।

## বেকসুর খালাস

সাগরদীঘি : ১৪ আগষ্ট আট বছরের পুরানো একটি মামলার নিষ্পত্তিতে অভিযুক্ত বালিয়ার জগন্নাথ সাহা, নারায়ণ সাহা প্রাথমিক শিক্ষক, নবগৌর বাগচি করণিক বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, নন্দকিশোর বাগচি কংগ্রেস কর্মী ও শচীনন্দন সাহা সমাজসেবী সকলেই বেকসুর খালাস পেলেন। বাদীপক্ষ শশীভূষণ মণ্ডল এদের বিরুদ্ধে ৩০৫ টাকা ছিনতাই-এর অভি-যোগে এক মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘদিন মামলাটি চললেও বাদীপক্ষ সাক্ষী হাজির করতে অপারগ হওয়ায় ও শেষ পর্য্যন্ত নিজে গরহাজির থাকায় কোর্ট এই মামলার নিষ্পত্তি করে অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস দেন।

## কোন সরকারী নির্দ্দেশ পাইনি

গত ১৪ আগষ্টের জঙ্গিপুর সংবাদে "২৬৫ বস্তা চিনিসহ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার" সংবাদের পরি-প্রেক্ষিতে রামকৃষ্ণ পাল জানাচ্ছেন, সরকারী নির্দেশ লঙ্ঘন ঘটনাটির আদপেই কোন সত্যতা নেই। কেননা আমরা এখন পর্য্যন্ত চিনি মজুত ব্যাপারে কোন সরকারী নির্দেশ পাইনি এবং মহকুমা খাদ্য সরবরাহ নিয়া-মকের নিকটও এরূপ কোন সরকারী নির্দেশ নাই। সরকারী নিয়মানুযায়ী পণ্যসামগ্রী মজুত সংক্রান্ত কোন বিধিই আমরা ভঙ্গ করিনি।

## নির্ব্বাচন বিজ্ঞপ্তি

কোন নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের নির্ব্বাচন তালিকায় কোন ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত না হলে অথবা ঐ তালিকায় কোন সংশোধনের প্রয়োজন হলে তিনি ১৯৬০ সালের নির্ব্বাচক নিবন্ধক নিয়মাবলীর ২৬নং নিয়মের সঙ্গে পঠিতব্য ১৯৫০ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ২২ ও ২৩ নং ধারা অনুযায়ী ঐ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের নির্ব্বাচন তালিকা সংশোধনের অন্তর্ভুক্তির জন্য যথাক্রমে ৬, ৮, ৮এ ও ৮বি নং নিদর্শে সংশ্লিষ্ট নির্ব্বাচক নিবন্ধক আধিকারিকের নিকট আবেদন করতে পারেন উপরিউক্ত প্রতিটি আবেদন পত্রই যথাযথ নিদর্শে ২ প্রস্থ করতে হবে এবং ননজুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প অথবা সরকারী ট্রেজারী মাধ্যমে ১০ (দশ পয়সা) ফি দিতে হবে।

২। প্রতিটি আবেদন পত্রের সঙ্গে একটি ঘোষণা পত্র যুক্ত করতে হবে তাতে আবেদনকারী কেন বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময়ে এবং/অথবা দাবী ও আপত্তি পেশ করার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রদত্ত সুযোগের সদব্যবহার করতে পারেননি তার কারণ দেখাবেন।

৩। ১৯৫০ সালের জন প্রতিনিধিত্ব আইনে নির্ব্বাচন তালিকা নিবন্ধনের পক্ষে অযোগ্যতা এবং কোন ব্যক্তির একাধিক নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে বা কোন নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে একাধিক বার নিবন্ধ নর নিষেধ সম্পর্কে যে প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলী রয়েছে তৎসাপেক্ষে

ক) ভারতের নাগরিক

খ) ১/১/৮৫ তারিখে ন্যূনপক্ষে ২১ বৎসর বয়স্ক এবং

গ) সাধারণভাবে কোন নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের বাসিন্দা এইরূপ প্রাপ্ত ব্যক্তির ঐ নির্ব্বাচন ক্ষেত্রের তালিকায় নিবন্ধভুক্ত হতে পারেন

৪। যে সমস্ত ব্যক্তি উপরোক্ত আবেদন করতে ইচ্ছুক তাদের দরখাস্ত করার শেষ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করে অবিলম্বে যথাযথ ভাবে আবেদন করতে অনুরোধ করা যায়।

৫। ১৯৮৫ সালের নির্ব্বাচক নিবন্ধন তালিকা সংশ্লিষ্ট নির্ব্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের অফিসে দেখতে পাওয়া যাবে। এই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট নির্ব্বাচক নিবন্ধন আধিকারিকের অফিসে পাওয়া যাবে।

জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ





স্কুল, কলেজ ও পঞ্চায়েতের যাবতীয় খাতা পত্র, ফরম এবং নানা ডিজাইনের বিয়ে, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশনের কার্ড আমাদের কাছে পাবেন।

পণ্ডিত ষ্টেশনারস্

রঘুনাথগঞ্জ

*

স্কুলের 'অপশন' ফরম আমাদের কাছে পাবেন।

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর ( মুর্শিদাবাদ )

ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৩

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সযত্নে সংগৃহীত সর্বপ্রকার বস্ত্রের বিপুল সমাবেশ—

ধন্নালাল

মোহনলাল জৈন

জেলার যে কোন বস্ত্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কম মূল্যে সবরকম বস্ত্র সংগ্রহের জন্য আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

জৈন কলোনী, পোঃ ধুলিয়ান

জেলা মুর্শিদাবাদ ॥ ফোন : ধুলিয়ানং ৫

নিখুঁত টি ভি

প্যানোরামা

এক বছরের গ্যারান্টিসহ

বিক্রেতা :

টেলিষ্টার ইলেকট্রনিক্স

রঘুনাথগঞ্জ, ফুলতলা, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ টিভি সারভিসিং করা হয়।

ফোন : ১১৩

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * খোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

## গ্রাহকদের প্রতি

জঙ্গিপুর সংবাদের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি, গত ১ সেপ্টেম্বর হ'তে রঘুনাথগঞ্জ শহরে পত্রিকা বিলি, মূল্য আদায়, নূতন গ্রাহক করা ইত্যাদি দায়-দায়িত্বের ভার আনন্দবাজার পত্রিকার স্থানীয় এজেন্ট উমারাণী সিংহকে দেওয়া হল। ১ সেপ্টেম্বরের পূর্ব পর্য্যন্ত পাওনা মূল্য আমাদের দপ্তরে জমা দিতে অনুরোধ করি। যাঁদের অগ্রিম মূল্য দেওয়া আছে তাঁরা মূল্য শেষ হলে উমারাণী সিংহের সাথে যোগাযোগ করবেন।

বিনয়কুমার পণ্ডিত
স্বত্বাধিকারী
তাং ২৭/৮/৮৫ জঙ্গিপুর সংবাদ


## জীপ ও মিনি ট্রাক বিক্রী

তিনটি পেট্রল জীপ ও একটি মিনি ট্রাক চালু অবস্থায় বিক্রী আছে। ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন।

পণ্ডিত প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ


## দুর্বৃত্তদের হাতের মুঠোয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ব্যবস্থা বড় করুণ। বিদ্যুৎ বন্ধ থাকলেই জলও বন্ধ। লোডশেডিং এর ফলে প্রায়ই এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু টিউবওয়েলের সংখ্যার অপ্রাচুর্য্যতার ফলে জলের অভাবে মানুষজনকে পুকুরের দূষিত জলও অনেক সময় পান করতে বাধ্য হতে হয়। সরকারী অফিস রয়েছে প্রচুর। কিন্তু সরকারী বাসস্থানের ব্যবস্থা নাই। এদিকে শহরে বাসোপযোগী ঘরের অভাব। ফলে বাড়ীভাড়া এমন তুঙ্গে বাঁধা যে কর্মীরা অন্য দূর শহর থেকে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। গরুহাটের গরু পাচার হয়ে অনায়াসে চলে যাচ্ছে অন্য রাষ্ট্রে। যদিও মধ্যে রয়েছে বর্ডার সিকিউরিটির চেক পোষ্ট। নাগরিকদের অনেকের মতে এ শহরে সঠিক ভাবে অনুসন্ধান চালালে বহু বিদেশী নাগরিক ধরা পড়বে। ওপারের সমাজবিরোধীরা অনায়াসে এসে এ শহরে আত্মগোপন করে কাজ কারবার চালাচ্ছে। শান্তিপ্রিয় মানুষদের অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসন সব জেনেশুনেও প্রতিকারের কোন উদ্যোগ নেয় না। ফলে তাঁদিকে ঈশ্বর ভরসায় ছেলেপুলে নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে।

## সমস্যার জট পাকাচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিচালিত সংস্থাগুলি একত্রে কনভেনশন ডেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবী রেখেছেন সেতু নির্মাণের। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যতদিন সেতু নির্মিত না হয় ততদিন লঞ্চ সার্ভিস বা পন্টন সেতুর ব্যবস্থা করতে। প্রস্তাবগুলি আপাত মধুর এবং সাধারণ মানুষকে নিশ্চয়ই খুশি করবে। কিন্তু দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধি বলে যে দল দাবী করেন তাঁরা কিন্তু ফেরীমাঝিদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন বক্তব্যই রাখেননি ঐ প্রস্তাবে। রুজি রোজগার হারিয়ে একটি সম্প্রদায় শেষ হয়ে যাবে, তাদের সম্পর্কে কোন বিকল্প ব্যবস্থা হবে না এটা কি ন্যায় সঙ্গত?

লাশকাটা ঘর অপসারণের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে নেতারা এক মতে পৌছুতে পারছেন না। গত ২২ আগষ্ট এস ডি ও র খাসকামরায় ডাকা সভায় পৌরপতি, উপপৌরপতি ও কিছু কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সকলে উপস্থিত হননি। সেখানে যে কথাবার্ত্তা হয় তার সারাংশ যেটুকু জানতে পারা গেছে তাতে জানা যায়, উপস্থিত পৌরপতি ও অন্যান্যরা বালিঘাটা ওয়ার্ডের ভাগাড়ের পাশে লাশকাটা ঘর স্থানান্তরিত করতে চান। কিন্তু ঐ ওয়ার্ডের বেশ কিছু বাসিন্দা নাকি আপত্তি জানাচ্ছেন। নেতারা যদি জননেতাই হবেন তবে জনমত তাঁদের পক্ষে যাচ্ছে না কেন? সাধারণভাবেই কি শান্তিপ্রিয় মানুষেরা মনে করতে পারেন না সমস্যা দূরীকরণে জননেতারা মোটেই উৎসুক নন। তাঁরা ইচ্ছা করে সমস্যার জট পাকিয়ে যাচ্ছেন নিজের নিজের ক্ষমতা জাহির করার তাগিদে। তাঁরা চাইছেন সস্তা আঞ্চলিক সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে ব্যক্তিগত ও দলগত প্রাধান্য বজায় রাখতে? প্রশাসন কর্তৃপক্ষের বোঝা উচিৎ সমস্যার জট ছাড়াতে বিলম্ব হলে অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে পুর শহরের জনজীবনকে বিষিয়ে তুলবে।


## কর্মখালি

চানাচুর ফ্যাক্টরীতে সেলসম্যান দরকার যোগাযোগ করুন।

বেঙ্গল চানাচুর কোং
ফাঁসিতলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের ঃ
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না। নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্ট ঃ দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o. পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন ঃ রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্যব্যবহারের জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ


রঘুনাথগঞ্জ (ফোন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।